ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩১ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ১৭ বৈশাখ ১৪২৪, ৩০ এপ্রিল ২০১৭

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন

সকলকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ১৭ এপ্রিল ২০১৭ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার করতে হবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
আলোচনা সভা
আয়োজনেঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবরসহ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে এই অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে অস্থায়ী সরকারের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সেদিন এই সরকার গঠিত না হলে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন বিলম্বিত হতো। মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এলক্ষ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিবস উদ্‌যাপন ও আলোচনা সভা আয়োজন করা দরকার।

শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আলোচনা সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গত ১৭ এপ্রিল ২০১৭ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মৃৎশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: রবিউল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিশুদের শুধু পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেলেই চলবে না, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানতে হবে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৭ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় এই শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি গ্রুপে শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রত্যেক গ্রুপের সেরা ১০জন করে মোট ৩০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

'আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন-২০১৬' অনুষ্ঠান গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ সেনামালঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ও গ্র্যাজুয়েশন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। ছবিতে উপাচার্যকে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান

শিক্ষক শুধু শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করেন, আর শিক্ষার্থী সেই দরজা দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেন-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন-২০১৬' অনুষ্ঠান গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ সেনামালঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ও গ্র্যাজুয়েশন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এমবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারপার্সন মুশতাক আহমদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইবিএ'র পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারপার্সন ড. মো: রিদওয়ানুল হক।

অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বিবিএ ২০তম ব্যাচ, এমবিএ ৫০ ও ৫১তম ব্যাচ এবং ইএমবিএ ১৮, ১৯ ও ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের হাতে উপাচার্য সনদপত্র তুলে দেন।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, 'দেশসেরা বিজনেস স্কুলে এই গ্র্যাজুয়েটরা নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন। একইভাবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, কর্পোরেট সেক্টরে, উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের সফলতাও প্রমাণ করবেন। আমাদের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে, অভিবাসন, প্রযুক্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে, আজকের গ্র্যাজুয়েটরা সেইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের যথাযথ প্রস্তুত করতে পেরেছে।'

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নতুন গ্র্যাজুয়েটদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ-তে ভর্তির সুযোগ পায়। তাই দেশ ও জাতির প্রত্যাশা তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি। জাতির প্রত্যাশা পূরণে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। উপাচার্য আরও বলেন, 'একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করেন, আর শিক্ষার্থী সেই দরজা দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি সত্যের পথে থেকে সত্য অন্বেষণে জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

নিউরোসায়েন্স গবেষণা বিষয়ক প্রথম জাতীয় সম্মেলন

স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আমাদের বিশ্ব মানের গবেষণা দরকার-উপাচার্য

“বাংলাদেশে নিউরোসায়েন্স গবেষণা” শীর্ষক প্রথম জাতীয় সম্মেলন গত ১৫ এপ্রিল ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতায় নিউরোসায়েন্স রিসার্চ সেন্টার এই সম্মেলন আয়োজন করে।

1st National Conference on Neuroscience Research in Bangladesh
Inaugural Ceremony
Venue: Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban, University of Dhaka

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিউরোসায়েন্স রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো: খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো: ইসমাইল খান, জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক এবং প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: সায়েদুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল-এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আয়োজক কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো: জাকির হোসেন হাওলাদার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মানুষের মস্তিস্ক সংক্রান্ত রোগ উপশমের লক্ষ্যে নিউরোসায়েন্স বিষয়ে সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আমাদের বিশ্ব মানের গবেষণা দরকার। দেশের স্বাস্থ্য খাতের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নিউরোসায়েন্স বিষয়ক মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল গবেষণার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এই সম্মেলন এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের চিকিৎসক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস মিলনায়তনে “Harnessing Postgraduate Research, Contemporary Molecular Technologies and Innovation for Addressing National Priorities” শীর্ষক এক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলী মোল্লা, বিএআরসি বাংলাদেশ'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জলিল উদ্দিন এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ আজাদ।

CYBER SECURITY AWARENESS FOR WOMEN EMPOWERMENT

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি (আইসিটি) ডিভিশনের আওতাধীন কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথোরিটিজ (সিসিএ)-এর উদ্যোগে 'সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট' শীর্ষক এক কর্মশালা গত ১৯ এপ্রিল ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান এবং ফোর ডি কমিউনিকেশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ আল ইমরান। এতে সভাপতিত্ব করেন সিসিএ-এর নিয়ন্ত্রক আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ উদ্দিন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মামুনুর রশিদ।

শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আলোচনা সভা

মুজিবনগর সরকার দিবস ২০১৭
আলোচনা সভা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রদানকারী মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার জন্য মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) এবং ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অন্যান্য বক্তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭১ সালে বীর বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই অমর বাণীকে বুকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে শক্তি হিসেবে সর্বক্ষণ অবলম্বন করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং দেশকে স্বাধীন করেছেন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন

হাতে-কলমে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো: শফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ৭ জন শিক্ষক এবং ১৪০ জন শিক্ষার্থী গত ২৯ মার্চ ২০১৭ প্রথমবারের মতো নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্প কেন্দ্রের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী ইউরি খুশলভ এবং প্রকল্প পরিচালক ড. মো: শৌকত আকবর।

আগামী আগস্ট মাসে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভিভিইআর রিএ্যাক্টর এর মূল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে এবং ২০২২ সালে একটি রিএ্যাক্টর থেকে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সরব আলোচনা হওয়ায় অনেকের মনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া। পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কী ধরণের সাইট হওয়া উচিত, জনবলের প্রয়োজনীয়তা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মানুষ ও পরিবেশের জন্য কতটা নিরাপদ? পরমাণু দুর্ঘটনা, তেজস্ক্রিয়তা, পারমাণবিক বর্জ্য ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন রয়েছে মানুষের মনে।

পরিদর্শনকালে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মাঝে যথেষ্ট ইতিবাচক ধারণা জন্মেছে এবং কতিপয় নেতিবাচক ধারণাও দূর হয়েছে। পরমাণু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলমনস্ক সঠিক জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠতে এ ধরণের শিক্ষা সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিমত ব্যক্ত করে।

খ্রিস্টীয় তারিখের পাশাপাশি বাংলা সন ও তারিখ ব্যবহার করতে হবে

মহান ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা, চর্চা ও প্রসারে সবসময়েই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দাফতরিক কাজে বাংলা ঐতিহ্যের অনন্য বাহক বাংলা সন ও তারিখ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দাফতরিক কাজে ইংরেজি/খ্রিস্টীয় সন ও তারিখের পাশাপাশি বাংলা সন ও তারিখ ব্যবহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার দফতর থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এএফওবি'র সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ

এশিয়ান ফেডারেশন অব বায়োটেকনোলজি (এএফওবি)-এর সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ। গত ৭ এপ্রিল ২০১৭ দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়ন শহরে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের ১১তম বোর্ড মিটিং-এ বাংলাদেশকে এএফওবি'র নতুন সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মোজাম্মেল হক বাংলাদেশের পক্ষে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, অলাভজনক সংস্থা হিসেবে ২০০৮ সালে চীনে এশিয়ান ফেডারেশন অব বায়োটেকনোলজি (এএফওবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বায়োটেকনোলজি খাতের আধুনিকায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এই সংস্থা কাজ করে আসছে।

সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসম্যান্ট ক্লিনিকের যাত্রা শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে “সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসম্যান্ট ক্লিনিক” নামে একটি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এই ক্লিনিকে বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য পরিমাপনমূলক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারাহ দীবার নেতৃত্বে এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. ম. কামরুজ্জামান মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক নাজমা খাতুন ও সহকারী অধ্যাপক জোবেদা খাতুনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ অস্ট্রেলিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় 'ডেভেলপমেন্ট অব সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ' নামক একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো- মানসিক স্বাস্থ্য পরিমাপণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু করা। সে অনুযায়ী গত ১ অক্টোবর ২০১৬ বিভাগে সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসম্যান্ট ক্লিনিক চালু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যা মানসিক স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই ক্লিনিকে সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য পরিমাপণ, বুদ্ধি অভিক্ষা, স্নায়ু-মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপণ, ব্যক্তিত্ব অভিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা অভিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য পরিমাপনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যেই এই ক্লিনিকে ৪২ জনকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে। ক্লিনিকে যোগাযোগের ঠিকানা: ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, কক্ষ নং ৫০৪০, ৫ম তলা, কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোবাইল-০১৯৯৬৭৮৩৭৫৮; ইমেইল-pacdcpdu@gmail.com. প্রতি শনিবার থেকে বুধবার, সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেবা কার্যক্রম চলবে। তবে সরকার ঘোষিত ছুটির দিনে অফিস বন্ধ থাকবে।

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৭
২২ এপ্রিল ২০১৭, শনিবার, ৯ বৈশাখ ১৪২৪
টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ২০১৬-২০১৭ সেশনের 'বার্ষিক সাধারণ সভা' গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ. কে. আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি রকীব উদ্দীন আহমেদ, বর্তমান মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার, সহ-সভাপতি সেলিনা খালেক, কোষাধ্যক্ষ দেওয়ান রাশেদুল হাসান, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কে এম বাবর আশরাফুল হক প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, অ্যালামনাইরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দূত। তারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বে থাকেন। এভাবে সর্বত্র তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে দেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় আরও ব্যাপকভাবে অবদান রাখার জন্য তিনি অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর-২০১৭

“একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বন্ধন” প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৭ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় পরিষদ 'বাঁধন' আয়োজিত 'বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর-২০১৭' উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: জসিমউদ্দিন খান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: আবুল হোসেন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি মো: সাজ্জাদুর রহমান সরকার এবং স্পন্দন বিএইএসএ'র সভাপতি সৈয়দ ফাইয়াজ হোসাইনী। ছবিতে উপাচার্যকে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় গত ৭ এপ্রিল ২০১৭ সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে '১০ বার্ষিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ছবিতে ছবিতে উপাচার্যকে ফিতা কেটে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে দেখা যাচ্ছে।

বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগে তৈরি হুইলচেয়ারের অটো প্রেশার অ্যালার্ম হস্তান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের গবেষণাদলের উন্নয়ন ও তৈরি করা চারটি হুইলচেয়ারের অটো প্রেশার অ্যালার্ম যন্ত্র গত ৫ এপ্রিল সাভারের পঙ্গু চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান সিআরপি এর প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন মোহাম্মদ আবদুল কাদির, যন্ত্রটির উদ্ভাবক ও উন্নয়ন দলের নেতা অনারারী অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী ও যন্ত্রটি উন্নয়নে নিয়োজিত গবেষণা-প্রকৌশলী মো: মনীরুজ্জামান যন্ত্রগুলো হস্তান্তর করেন। বিভাগের অন্য শিক্ষক ও গবেষকগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, হুইলচেয়ারে বসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের নির্দিষ্ট সময় পর পর হাতে ভর দিয়ে কিছু সময় উঁচু হয়ে থাকতে হয়। রোগীরা অনেক সময় এটি ঠিকমত করেন না বা ভুলে যান, ফলে চাপের স্থানে ঘা (প্রেশার সোর) তৈরি হয়ে গ্যাংগ্রীণে পরিণত হয়, যা কখনও মৃত্যু ডেকে আনে। নিজস্ব উদ্ভাবনে একটি প্রেশার সেন্সর ও মাইক্রোকনট্রোলার প্রযুক্তির ব্যবহারে একটি ইলেকট্রনিকস সার্কিট তৈরি করে গবেষণাদল এর একটি সমাধান দেন, যা রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ অ্যালার্ম দেবে। সিআরপি'এর স্থানীয়ভাবে তৈরি হুইলচেয়ারে এ যন্ত্র সংযোজনের ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা প্রেশার সোর থেকে মুক্তি পাবে ও অনেক জীবন দীর্ঘায়িত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ' খোলার বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এক প্রতিনিধিদল গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামোসহ অন্যান্য বিষয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক সভায় মিলিত হন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, জাপান স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. এম. শাহ্ নওয়াজ আলী, সচিব ড. মো: খালেদ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক খন্দকার হামিদুর রহমান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক রোকসানা লায়লা প্রমুখ।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং মেক্সিকো'র রাষ্ট্রদূত মিজ মেলবা প্রিয়া গত ৪ এপ্রিল ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে "Octavio Paz: Photo-Poetry Dialogues" শীর্ষক দু'দিন-ব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ঢাকাস্থ মেক্সিকোর অনারারি কনস্যুলেট এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উল্লেখ্য, অক্টাভিও পাজ (১৯১৪-১৯৯৮) মেক্সিকোর কবি, লেখক ও কূটনীতিক ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের শিয়েমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোস্টাল এন্ড ওশিয়ান ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. শিয়ং জি সু-এর নেতৃত্বে ১২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১২ এপ্রিল ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: কাউসার আহাম্মদ এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক ড. ঝু মিংতং মিনদি উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের শিয়েমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য শিয়েমেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে তারা মত বিনিময় করেন।

প্রথম আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসব

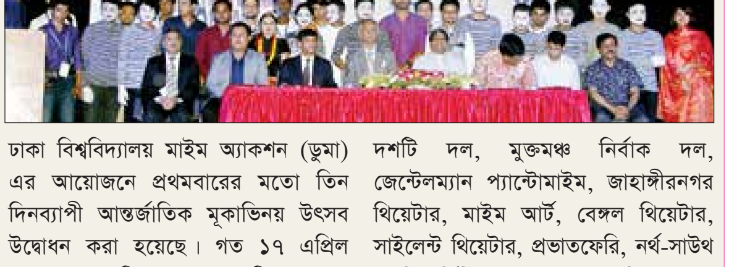

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাইম অ্যাকশন (ডুমা) এর আয়োজনে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসব উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল ২০১৭ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎসবের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশস্থ নেপাল দূতাবাসের কাউন্সিল সেক্রেটারি দিল্লী প্রাসাদ আচার্য। সভাপতিত্ব করেন বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ও মাইম অ্যাকশনের মডারেটর ফাদার ড. তপন ডি রোজারিও। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী এম এম মনিরুল আলম, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, বাংলাদেশ মাইম ফেডারেশনের চেয়ারম্যান জাহিদ রিপন, প্রাণ কনফেকশনারির বিপণন প্রধান মো. শাখওয়ারত আহমেদ, ডুমা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মীর লোকমান, সভাপতি শাহরিয়ার শাওন প্রমুখ।

বর্ণাঢ্য এই উৎসবে অংশ নিচ্ছে জাপান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল ও ভূটানের শিল্পীরা। এছাড়াও অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের দশটি দল, মুক্তমঞ্চ নির্বাক দল, জেন্টেলম্যান প্যান্টোমাইম, জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার, মাইম আর্ট, বেঙ্গল থিয়েটার, সাইলেন্ট থিয়েটার, প্রতিফেরি, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি মাইম সোসাইটি, মাইম অ্যাকশন ময়মনসিংহ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নতুন বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ মিলে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন' দলটি গড়ে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই দেশেরও বিভিন্ন স্থানে তারা মূকাভিনয় পরিদর্শন করছেন। কথা বলার ভঙ্গির উপর নির্ভর করে কথাটির অর্থ কি হবে। এই উৎসবের মাধ্যমে শুধু মূকাভিনয় প্রদর্শনই নয়, এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণদের মধ্যে শুধু নয়, বিভিন্ন দেশের তরুণদের মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে ভবিষ্যতে তরুণদের জন্যে বয়ে আনবে সৃজনশীলতার নতুন সুফল।

নেপাল দূতাবাসের কাউন্সিল সেক্রেটারি দিল্লী প্রাসাদ আচার্য বলেন, না বলা কথাগুলো বলে দেওয়াটা এক অনন্য ব্যাপার। মূকাভিনয় শিল্প মাধ্যমটি দিন দিন মানুষের মাঝে জনপ্রিয়তার মাধ্যমে প্রসার লাভ করছে।

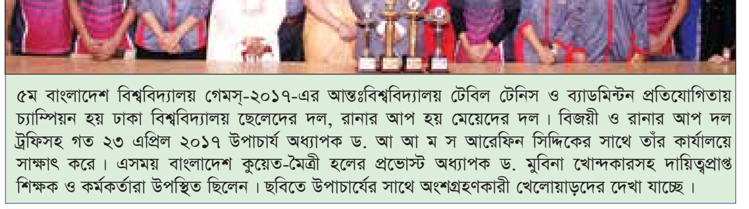

৫ম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় গেমস্-২০১৭-এর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের দল, রানার আপ হয় মেয়েদের দল। বিজয়ী ও রানার আপ দল ট্রফিসহ গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। এসময় বাংলাদেশ কুয়েত-মৈত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকারসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যের সাথে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক পুস্তক প্রদান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের সাংস্কৃতিক ক্লাবের দ্বিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২০ এপ্রিল ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারপার্সন চন্দনা রাণী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি শ্রীজিঞ্চু প্রসন্ন মুখার্জী। ছবিতে প্রো-উপাচার্যকে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী গত ২০ এপ্রিল ২০১৭ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ এবং যুক্তরাজ্যের ইউসিএল স্লেড স্কুল অব ফাইন আর্ট যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৃটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর বারবারা উইকহাম এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম স্বাগত বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুক্তরাজ্যের ইউসিএল স্লেড স্কুল অব ফাইন আর্ট-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সুসান কালিন্স।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, চিত্রকলা, সাংবাদিকতা, ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃটিশ কাউন্সিল একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটিজিক পার্টনারশিপস্ ইন রিসার্চ এন্ড এডুকেশন (আইএনএসপিআইআরই)' শীর্ষক প্রকল্প পরিচালনার জন্য তিনি বৃটিশ কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য আশা প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃটিশ কাউন্সিল তথা বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে বিরাজমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

দুই শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষার্থীকে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য দুই লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের নিকট এই চেক হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নেহাল করিম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ৫ম সেমিস্টারের ছাত্রী জেরিন খাতুনকে তার কোলোরেক্টাল ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং অর্থনীতি বিভাগের ৯০তম ব্যাচের ছাত্রী নাজনীন সুলতানাকে তার চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুদান প্রদান করা হয়।

চীনের শিয়েমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোস্টাল এন্ড ওশিয়ান ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. শিয়ং জি সু-এর নেতৃত্বে ১২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১২ এপ্রিল ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী গত ২০ এপ্রিল ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং পরে চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

বর্ষবরণ ১৪২৪

বর্ষবরণ উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল ২০১৭ (১লা বৈশাখ ১৪২৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ বি এম শহিদুল ইসলাম এবং সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ডিজিটাল গেইট উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। একই সাথে গ্রন্থাগারে স্থাপিত সিসি ক্যামেরাও পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. এ এস এম জাবেদ আহমদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত “৪র্থ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিতর্ক প্রতিযোগিতা”য় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ-এর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি বিতর্ক প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। কাতারের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা গত ৩ এপ্রিল ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব (২য় বর্ষ), আখতার হোসাইন (৩য় বর্ষ), ফাহিম বিল্লাহ (৩য় বর্ষ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আকিল (২য় বর্ষ)।

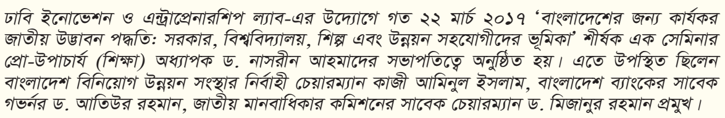
Building an Effective National Innovation System (NIS) for Bangladesh: Role of GUIDE

ঢাবি ইনোভেশন ও এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ল্যাব-এর উদ্যোগে গত ২২ মার্চ ২০১৭ 'বাংলাদেশের জন্য কার্যকর জাতীয় উদ্ভাবন পদ্ধতি: সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মানবতাবাদী দার্শনিক অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ সেমিনার প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে গত ২৯ মার্চ ২০১৭ আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিতে প্রো-উপাচার্যকে সভাপতির ভাষণ দিতে দেখা যাচ্ছে।

বঙ্গমাতা পরিষদের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
আলোচনা সভা, সম্মাননা পদক প্রদান ও সঙ্গীতানুষ্ঠান

বঙ্গমাতা পরিষদের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২১ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেশ চন্দ্র মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা, সম্মাননা পদক প্রদান ও সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া প্রমুখ।

৩ শিক্ষার্থীকে 'এ এফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক' প্রদান

২১তম এ এফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৭

গত ১৮ এপ্রিল ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনস্থ রেজাউর রহমান অডিটোরিয়ামে '২১তম এ এফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক ২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণিত বিভাগ ও ফলিত গণিত বিভাগের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৩জন শিক্ষার্থীকে এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এম নুরুল আলম। এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তৃতায় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায়, অর্থায়ন ও আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, গণিত শিক্ষায় উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে কারণ বিশ্বব্যাপি এর চাহিদা রয়েছে। গণিত শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে এর বিস্তার ঘটছে। পরিশেষে, এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন এবং গণিত বিভাগ যৌথভাবে ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য উপাচার্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতে গণিত শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরও মেধা বিকাশে সহায়ক হবে।

স্বর্ণপদক প্রাপ্তরা হলেন- মো. জসিম উদ্দিন (গণিত), ফারহানা আকন্দ প্রমি (গণিত) এবং খাদিজা খাতুন (ফলিত গণিত)।

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২৫ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

লেখাপড়ায় সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২৫জন মেধাবী শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছেন। এরমধ্যে ২০জনকে 'গভর্ণর বৃত্তি' এবং ৫জনকে 'অধ্যাপক আসাদুজ্জামান স্মারক বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। গত ২৮ মার্চ ২০১৭ সামাজিক বিজ্ঞান ভবনস্থ মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ফাউন্ডেশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। 'অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। স্বাগত বক্তব্য দেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রয়াত অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের সহধর্মিণী মিসেস ফাতেমা জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি একজন কাজ পাগল মানুষ ছিলেন। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ছাত্র-বৎসল শিক্ষক হিসাবে তিনি শ্রেণি কক্ষ ও শ্রেণি কক্ষের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করতেন। শিক্ষকদের কল্যাণেও তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। একারণেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সর্বদা তাঁকে স্মরণ করেন। অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানের জীবন ও কর্ম অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের ভাল মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আসাদুজ্জামান স্মারক বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - মো: আকলাসুর রহমান, মো: জুয়েল রানা, মেহেদী হাসান হৃদয়, রাবেয়া আদুবিয়া শেফা এবং বখতিয়ার সিদ্দিক সাজিদ।

গভর্ণর বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন - বাবলী সরকার, মোহাম্মদ ফয়সাল, শেখ দিদার হোসেন, খন্দকার সুরাইয়া আকতার, মো: ইসমাইল, আরিফুল ইসলাম, উজ্জ্বল বাইন, জোনাথন চাম্বুগং, হাবিবুর রহমান, মাহমুদা আক্তার মলি, মো: আকলাসুর রহমান, মো: জুয়েল রানা, আসমাউল হুসনা পিংকি, মো: মাহমুদ-উল-হাসান, মো: নাজমুল হুদা, খাদিজা খাতুন চাঁদনী, আবু মুসা, সুমাইয়া তাহিরা, ফারিহা ফিরোজ এবং মো: ফারুক হোসেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি ও মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লীনা তাপসী। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার সাথে সংস্কৃতি যুক্ত আবার সংস্কৃতির সাথে শিক্ষা যুক্ত। সংস্কৃতি ছাড়া শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না, শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর পরিপূরক। জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলা ও সুকুমার বৃত্তির চর্চার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ ব্যাপারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে বলে উপাচার্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে আলো জ্বালাতে হবে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব উত্তাল সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চা সবসময়ই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা দিন দিন আরও বাড়বে। সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া মানবিক বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির মিশেল না হলে শিক্ষার্থীরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে, তারা পরিবার বা সমাজের কথা ভাববে না। কিন্তু আমরা সেরকম সমাজ চাই না। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হোক। সেভাবেই নিজেদের গড়ে তুলুক।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পুরস্কার অর্জন করে এ বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানারআপ হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পীদের নিয়ে পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৩ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক নাজমা বেগম ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন - চৌধুরী আমীর আব্দুল্লাহ (এস এম ওয়াজিদ বৃত্তি), সাদিয়া আফরিন প্রমা (মোমেনা বেগম বৃত্তি) এবং মো: তানজিল আহমেদ (আবুল হাসনাত মাহমুদ বৃত্তি)। গত ১৮ এপ্রিল ২০১৭ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপার্সন ও ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বৃত্তির অনুদানের জন্য তিনি দাতাকে ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক নাজমা বেগমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য তিনি অন্য শিক্ষকদের প্রতিও আহ্বান জানান।

হোসেন আলী সরকার-জুলেখা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে “হোসেন আলী সরকার-জুলেখা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড” নামে একটি নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে মিজ সাদিয়া রহমান ১০ লাখ ২০ হাজার টাকার একটি চেক গত ১৮ এপ্রিল ২০১৭ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামুজ্জামান, দাতার নিকট আত্মীয় নাসির মাহমুদ, মিসেস নূরুন নাহার রহমান এবং মো. ফয়সাল মুজিবুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং ফার্মেসী অনুষদভুক্ত বিভাগের দুইজন অতি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি অথবা এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই অনুদানের জন্য দাতা ও দাতার পরিবারকে ধন্যবাদ জানান।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫